দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 01 APR 1997 পৃঃ ৫ কলাম ৭

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সারসংক্ষেপ ও মৌল প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গে

অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহকে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমকক্ষ সুযোগ-সুবিধা ও সরকারী সহায়তা দিতে হবে। এবতেদায়ী পর্যায়ে সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের জন্যও সাধারণ ও প্রান্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে যারা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায় পাস করবে, তাদেরকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সমমানের পরীক্ষায় কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের সমকক্ষ বলে গণ্য করতে হবে এবং সরকারী-বেসরকারী সকল চাকুরী ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে সমযোগ্যতাসম্পন্ন বলে বিবেচনা করতে হবে এবং সমান সুযোগ দিতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা আরো উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত করতে হবে।

হিন্দু ও বৌদ্ধদের টোল শিক্ষা অব্যাহত রাখতে হবে এবং হিন্দু ও বৌদ্ধেরা চাইলে টোল শিক্ষার পাঠ্যক্রমেরও যুগোপযোগী পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

১০. অধ্যায় ১২ ঃ শিক্ষক শিক্ষণ

শিক্ষকদের একটি বিপুল অংশের চরিত্র ও নৈতিকতা আজ প্রশ্নের সম্মুখীন বিধায়, শিক্ষকদের নৈতিক চরিত্র গঠনকল্পে পিটিআই এবং বিএড উভয় পর্যায়ে অন্তত ১০০ নম্বরের ধর্ম বিষয় থাকতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় সমমানের ডিগ্রিধারী বা পরীক্ষা উত্তীর্ণদেরও পিটিআই ও বিএড/এমএড শ্রেণীতে ভর্তির সমান সুযোগ দিতে হবে। অথবা তাদের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক পৃথক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১১. অধ্যায় ১৩ ঃ উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কম্প্যুটার সায়েন্স, ইলেট্রনিক্স কম্যুনিকেশন, ইনফরমেশন, জিনেটিক্স, এনথ্রপোলজী ইত্যাদি যুগোপযোগী বিষয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

... বিধান করতে হবে।

ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী সমাজনীতি, তফসীর হাদীস, ফিকাহ, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি আলাদা আলাদা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং সাধারণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও এসব বিষয়ের যে কোনটিতে অনার্স ও স্নাতকোত্তর কোর্সের সুযোগ থাকতে হবে।

ব্রেন ড্রেন বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. অধ্যায় ১৭ ঃ চিকিৎসা শিক্ষা

চীন, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ যেভাবে তাদের স্ব-স্ব দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছে, অনুরূপভাবে আমাদের চিকিৎসা শিক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে ও আয়ুর্বেদীয় ইউনানী হেকিমী ও আকুপাঙ্কচার চিকিৎসা পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

মেডিকল জুরিসপ্রুডেন্সকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং প্রতিটি পাস করা ডাক্তার যাতে মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স অতি অবশ্যই মেনে চলেন, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১৩. অধ্যায় ১৮ ঃ বাণিজ্য শিক্ষা

যেহেতু ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী ইন্স্যুরেন্সসহ ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে আধুনিক বিশ্বে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে, সেহেতু ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী ইন্স্যুরেন্স প্রভৃতি বিষয়কে বাণিজ্য পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৪. অধ্যায় ১৯ ঃ আইন শিক্ষা

যেহেতু বাংলাদেশের ৮৭ শতাংশ মানুষই মুসলমান সেহেতু শরীয়া আইন এলএলবি ও এলএলএম পর্যায়ে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে থাকতে হবে।

নিপীড়িত নারী সমাজসহ আপামর জনগণকে দেশের প্রয়োজনীয় আইন [যেমন বিবাহ ও তালাক আইন, নির্যাতন সংক্রান্ত আইন, খুন, চুরি ইত্যাদি সম্পর্কিত আইন সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত আইন, ট্রাফিক আইন ইত্যাদি] এবং সাংবিধানিক দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশে বিশেষ ব্যবস্থা [যেমন শর্ট কোর্স] প্রবর্তন করতে হবে।

১৫. অধ্যায় ২০ ঃ ললিতকলা

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মন-মানস, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের পরিপন্থী বিষয়সমূহকে ললিতকলার বিভিন্ন শাখার পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দিতে হবে।

১৬. অধ্যায় ২১ ঃ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

পরীক্ষা পদ্ধতিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে, যাতে নকল বা অসদুপায় অবলম্বনের পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হয়ে যায়। নোট বই, সিউর সাকসেস, গাইড, প্রাইভেট টিউশনি ইত্যাদির দৌরাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭.অধ্যায় ২২ ঃ শিক্ষকদের দায়িত্ব ও মর্যাদা

সরকারী-বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার মধ্যকার বৈষম্য দূর করতে হবে।

কোন পর্যায়ে কোন শিক্ষকই যাতে প্রত্যক্ষভাবে কোন দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হতে বা পক্ষ নিতে না পারেন, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

শিক্ষকদের মধ্য থেকে প্রাইভেট পড়ানোর ক্ষতিকর প্রবণতা নির্মূল করার কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিক্ষকদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮. অধ্যায় ২৩ ঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ বয়স্ক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

কারো পছন্দ হোক বা না হোক এটাই কঠোর বাস্তবতা যে বাংলাদেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে বিশেষত বয়স্ক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী এনজিওসমূহ এখন মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এনজিওদের এই তৎপরতায় পাঠ্যক্রম পদ্ধতি বা সময়কালের কোন সামঞ্জস্য নেই। অতএব নিরক্ষরতা দূরীকরণে এনজিওসমূহের যাবতীয় উদ্যোগ ও কার্যক্রমসমূহকে একই সমান্তরাল ও শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিশ্বাস ও মূল্যবোধে আঘাত করে, এমন কোন কিছু যাতে না ঘটে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

দেশের সকল মসজিদকেন্দ্রিক নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রম সরকারী উদ্যোগে গ্রহণ করতে হবে।

১৯. অধ্যায় ২৪ ঃ নারী শিক্ষা

সকল পর্যায়ে না হলেও অন্তত মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পর্যায়ে ছেলে ও মেয়েদের আলাদা আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিফটের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রকৃতগতভাবেই নারীরা সন্তান ধারণ ও লালন করেন বিধায় নারী শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হতে হবে আদর্শ মা ও গৃহিণী সৃষ্টি।

এজন্য উচ্চ মাধ্যমিক/ডিগ্রি পর্যায় পর্যন্ত সকল শৃঙ্খলার ছাত্রীদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শিশু পরিচর্যা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ইত্যাদির বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২০.অধ্যায় ২৬ ঃ স্বাস্থ্য শিক্ষা শরীর চর্চা ও সামরিক শিক্ষা

বাংলাদেশের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার ব্যাপারে জাতীয় গণ-মিলিশিয়া গঠনের কোন বিকল্প নেই বিধায়, মাধ্যমিক [সাধারণ ও প্রান্তিক] ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকতে হবে। এজন্য ১০০ নম্বরের একটি আলাদা বিষয় প্রবর্তনের কথাও ভাবা যেতে পারে।

অনুরূপভাবে ডিগ্রি ও মাস্টার্স পর্যায়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয় হিসাবে 'মিলিটারী সায়েন্স' প্রবর্তন করা যেতে পারে। ছাত্রীদেরও প্রাথমিক সামরিক শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। তদুপরি প্রত্যেক শিক্ষায়তনে আত্মরক্ষামূলক জুডো, কারাটে, কুংফু ইত্যাদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরী বলে বিবেচিত হতে হবে।

২১.অধ্যায় ২৭ ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি

সাধারণ স্কুল-কলেজের ন্যায় মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষাবর্ষের ক্ষেত্রেও একই সময়কাল অনুসরণ করতে হবে।

২২. অধ্যায় ২৮ ঃ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক

২৮.৭ অনুচ্ছেদটি বাদ দিতে হবে।

উপরোক্ত সুপারিশসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকসমূহ রচনা করতে হবে।

কোন দল বা নেতা সম্পর্কে একতরফা স্তুতিমূলক কিংবা কোন দল বা নেতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপেক্ষা বা ঘৃণামূলক কোন বিষয় কোন পাঠ্যপুস্তকে থাকতে পারবে না।

সামরিক শিক্ষা/সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। ভাষা হিসাবে আরবী ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে, কিন্তু 'ইসলাম' হবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত আবশ্যিক বিষয়।

নোট বই, সিউর সাকসেস গাইড ও এ জাতীয় সকল পুস্তক-পুস্তিকা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দিতে হবে।

২৩. অধ্যায় ৩২ ঃ ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান

বিশ্বের কোন উন্নত ও সভ্য দেশেই শিক্ষার্থীরা দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকে না বিধায় বাংলাদেশেও শিক্ষার্থীরা যাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই কোন দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

২৪.অধ্যায় ৩৪ ঃ শিক্ষা প্রশাসন

শিক্ষা প্রশাসনকে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে। দেশের বিশিষ্ট ও সর্বজনগ্রাহ্য শিক্ষাবিদরাই শিক্ষা প্রশাসনের সকল স্তর নিয়ন্ত্রণ করবেন।

দেশের মাদ্রাসাসমূহের জন্য মাদ্রাসা বোর্ড ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা বোর্ড গঠন করতে হবে। ডিগ্রি ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের মাদ্রাসার জন্য অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবতেদায়ী মাদ্রাসাসহ সকল মাদ্রাসার জন্য জাতীয় বাজেটে সমানুপাতিক ব্যয় বরাদ্দ রাখতে হবে।

২৫. অধ্যায় ৩৬ ঃ পরিশেষ

যেহেতু ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধের অনুসৃতি ব্যতীত ব্যক্তি ও সমাজজীবনে নীতি-নৈতিকতা সুনিশ্চিত করা অসম্ভব, যেহেতু বাংলাদেশ আজ এক ভয়াবহ নীতি-নৈতিকতার সঙ্কটে নিপতিত এবং যেহেতু বাংলাদেশের ৮৭ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মেরই অনুসারী সেহেতু সকল পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষা, প্রকৌশল শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, বাণিজ্য শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা, আইন শিক্ষা ও ললিতকলা শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল মুসলমান শিক্ষার্থীর জন্য বিষয় হিসাবে 'ইসলাম'কে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধ জাগ্রতকরণের ওপর সার্বিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হতে হবে সৎ, নীতিবান, যুগোপযোগী ও দক্ষ মানুষ সৃষ্টি।

সমাপ্ত